from feudalism to Capitalism

Marks

চতুর্দশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকেই সমাজ ব্যবস্থায় সামন্ততন্ত্রের প্রভাব শিথিল হতে আরম্ভ করে। অবশ্য এই প্রবল, ব্যাপক এবং দীর্ঘদিনের পুরোনো ব্যবস্থার বিলুপ্তি খুব দ্রুত ঘটেনি। সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতির বিকাশের জন্য যেমন কয়েক শতকের প্রয়োজন ছিল, তেমনি তার তিরোধানও ঘটেছিল অতি ধীরে এবং সর্বত্র সমান গতিতে নয়। পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন দেশে সামন্ততন্ত্রকে দুর্বল এবং পরিশেষে অকেজো করে দেওয়ার জন্য বহু বিচিত্র কারণ যে সক্রিয় হয়ে উঠতে দেখা যায়। এই কারণগুলির গুরুত্ব ও তীব্রতা সর্বত্র সমান ছিলনা। তবে আঞ্চলিক এবং পরিস্থিতি নির্ভর কারণকে বাদ দিলেও সাধারণ এবং সার্বজনীন প্রভাব অলক্ষ্যে দীর্ঘদিন সক্রিয় থেকে সামন্ততন্ত্রের অবসান নিশ্চিত করে দেয়। ষোড়শ শতকের মধ্যভাগ থেকে পশ্চিম ইউরোপের উৎপাদন ব্যবস্থায় দ্রুত পরিবর্তন এবং সেই সঙ্গে নতুন বাণিজ্য পদ্ধতির উদ্ভব ও বিকাশকে আধুনিক অনেক ঐতিহাসিক সামন্ততন্ত্রের অবসানের এবং ধনতন্ত্রের উদ্ভবের একটি প্রধান কারণ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন।

যুগসন্ধিক্ষণ বিতর্ক (Transition Debate) -এর সূত্রে সামন্ততন্ত্রের অবসান বিষয়ে প্রথম বিশদ আলোচনা করেন মার্কসীয় অর্থনীতিবিদ মরিস ডব। ১৯৪৬ সালে প্রকাশিত "Studies in the Development of Capitalism" গ্রন্থে লিখেছেন, সামন্ততন্ত্রের সহজাত রক্ষণশীলতাই তার পতনের অন্যতম কারণ। ডব আরও লিখেছেন সামন্ততান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার কেন্দ্রে ছিল ভূমিদাস প্রথা। এই ভূমিদাস প্রথার অবসানই সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতির পতনের সূচক। ডবের মতে ম্যানরগুলি প্রথম থেকেই একটি সুনির্দিষ্ট আকার ও পরিধি নিয়ে গড়ে উঠার ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধিজনিত সমস্যা [illegible] অর্জিত এই প্রযুক্তিগুলির সীমাবদ্ধতা প্রকট করে দিতে থাকে। দ্বাদশ এবং ত্রয়োদশ শতকে পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে উপনিবেশ পত্তন ও অনাবাদী জমিকে কর্ষণযোগ্য করে তোলার জন্য নতুন করে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার আর কোনো [illegible] ছিলনা।

অধ্যাপক ডব সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থাকে ক্রমশ নিষ্প্রভ ও নিস্তেজ করে তোলার জন্য ম্যানর প্রভুদের দ্বারা ভূমিদাসদের অতিশোষণকে দায়ী করেছেন। ভূমিদাসদের প্রতি মানবিক সহানুভূতি প্রদর্শন ~~ভূমিদাসদের~~ ভূস্বামী প্রভুদের

shot on moto g⁸ plus
Prasenjit's photography